১৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..14 FEB 1987...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৩৯৩

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা

দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নানামুখী সমস্যার খবর পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যার মধ্যে রহিয়াছে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগে দীর্ঘ বিলম্ব। ইহাছাড়া আছে বই-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্রের অভাব। গত কয়েক সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এতদ-সম্পর্কীয় খবরাখবর পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই বর্তমানে নানামুখী সমস্যার চাপে বিপর্যস্ত।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭) এক সংবাদে বলা হয়, বান্দরবন জেলার লামা, আলীকদম, নাইখংছড়ি, রোয়াংছড়ি, থানছি, রুমা ও বান্দরবন সদর উপজেলার ২০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫১৭টি শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন খালি পড়িয়া আছে, বলা-কওয়া, আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে না। জেলার ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাকি একজন করিয়া শিক্ষক বর্তমানে কার্যরত। জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাকার আসবাবপত্রেরও অভাব। দৈনিক সংগ্রামের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়, কক্সবাজার জেলার ৩৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সরঞ্জাম ও শিক্ষক সংকটের এক নিদারুণ অবস্থা বিরাজ করিতেছে। জেলার বহু বিদ্যালয়ের কাঁচা বাড়ি পাকা করার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা থাকিলেও বহুদিন যাবৎ নির্মাণ কাজ অর্ধসমাপ্ত ও অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। দৈনিক ইত্তেফাকের এক রিপোর্টে জানা যায়, পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘরের দরজা-জানালা ও ছাদ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরঞ্জামের সমূহ অভাব। একই রিপোর্টে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও রূপগঞ্জ, লালমনিরহাটের উলিপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার অন্যূন ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক, আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরঞ্জামের প্রকট অভাবের কথা বলা হইয়াছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবসহ নানামুখী সমস্যার কথা খবরের কাগজে ছাপা হয় ঠিকই, লেখালেখিও হয়, কিন্তু গত তিন যুগের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাইবে এই সমুদয় সমস্যা নিরসনে কার্যকর ও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে এক নজীরবিহীন উপেক্ষা ও উদাসীনতার মনোভাব বিরাজমান। প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে গেলে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার মৌল ভিত্তি। এই শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে উপেক্ষা, দীর্ঘসূত্রতা এবং আর্থিক সঙ্কটে পড়িয়া বিপর্যস্ত না হয় তজ্জন্য সময়ের ধারায় দরিদ্র দেশের সামর্থ্যের নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সংস্কারসহ শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যয়-বরাদ্দ এবং শিক্ষা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, উপেক্ষা এবং দীর্ঘসূত্রতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া, বিদ্যালয়ের ভাঙা বাড়ি মেরামত না করা, বিদ্যালয়ে শিক্ষা সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র না থাকা একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে বলিলে বেশী বলা হয় না। অর্থাৎ অবস্থাদৃষ্টে ইহাই বলিতে হয়, জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার যাহা মৌল ভিত্তি, সেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আগের মতই উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যে রাখার 'ঐতিহ্য' আগের মতই বহাল আছে। আমরা মনে করি এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং পরিদপ্তর এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, ইহাই প্রত্যাশিত।